কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 14 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ... ১ ...

ড. এম শামসুল আলম ▷

উন্নয়ন ভাবনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংকট

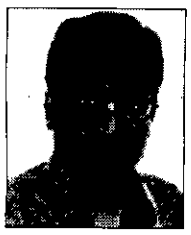

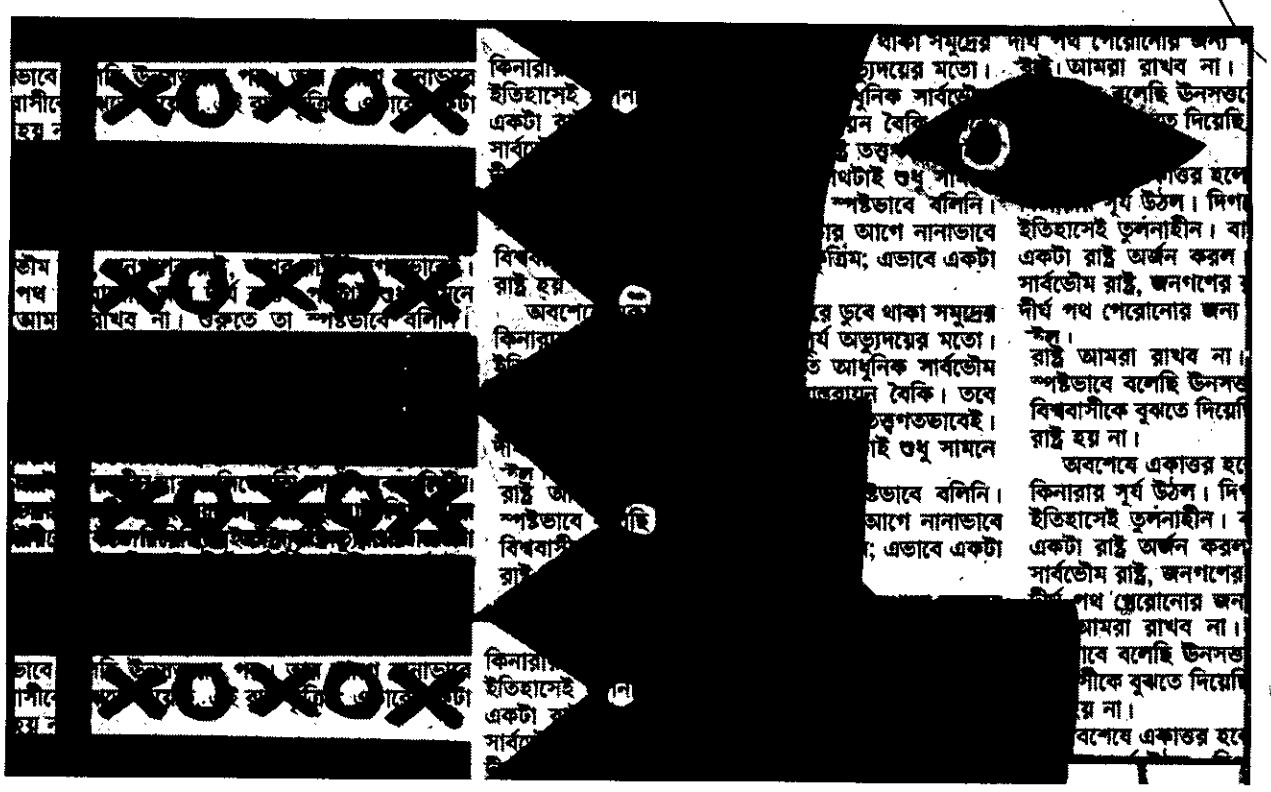

দেশের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তৈরির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে এবং প্রতিভাবানদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে তারা দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হয়ে দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হয়। তাতে সমাজে জ্ঞানের চাহিদা বাড়ে। সেই চাহিদা জাতিকে উন্নয়ন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সেই গুরুত্বের জায়গায় নেই। অদক্ষ প্রবাসী শ্রমিকের আয়, পোশাক রপ্তানি আয় এবং কৃষকের উৎপাদনে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় আজকের প্রবৃদ্ধি

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় নিয়োগ কমিটির এক সভায় সরকারের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সংকট নিয়ে কথা হয়। তা থেকে জানা যায়, সেখানকার উপাচার্যের বিরুদ্ধে আনীত যেসব অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে সরানোর আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনে সরকার বিব্রত। উপাচার্যের বিরুদ্ধে আনা যেসব অভিযোগ সরকারের গোচরীভূত হয়েছে, সেসব সরকারের কাছে ততটা গুরুতর নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ হলে উপাচার্যকে সরানোর বিষয়টি বিবেচনায় আসতে পারে। সরকার মনে করে, সেখানকার অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক ইয়াসমীন হকের কাছে উপাচার্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সমস্যা। এই গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টিকে সরকার তাঁদের উভয়ের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বলে মনে করে। কথা প্রসঙ্গে এও জানা যায়, সরকার অধ্যাপক জাফর ইকবালকে উপাচার্য হওয়ার প্রস্তাব অতীতে দিয়েছিল। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। আবার সরকারের দেওয়া উপাচার্যকেও তাঁরা অগ্রহণযোগ্য মনে করেন। তাই সরকার মনে করে, এ সমস্যা সমাধান করা সরকারের পক্ষে কঠিন। ফলে সমাধানের ভার সময়ের হাতেই ছেড়ে দেওয়া শ্রেয় মনে করে সরকার।

দুই.

আন্দোলনের মুখে প্রশাসনিক কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে এবং সেখানকার নিয়োগ কমিটির সভা কোরাম সংকটে পড়ায় হতে পারেনি। এমনই একটি সভায় কোরাম পূরণের স্বার্থে লিখিত মতামতের পরিবর্তে সদস্য হিসেবে আমার উপস্থিতি জরুরি ছিল। ফলে গত ১৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিয়োগ কমিটির এক সভায় অংশগ্রহণ করি। এ উপলক্ষে অধ্যাপক জাফর ইকবালের সঙ্গে ওই সমস্যা নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলাপের জন্য ওই দিন বিকেলেই তাঁর সঙ্গে তাঁরই গাড়িতে ঢাকা ফিরে আসার সুযোগ নিয়েছি।

গাড়িতে বসেই দেখতে পাই, তাঁকে বাসা ও অফিসে পুলিশ প্রহরায় থাকতে হয়। চলাফেরায়ও পুলিশ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে। ঢাকা আসার পথে পুলিশের গাড়ি তাঁর গাড়িটিকে সিলেট জেলা সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়। অনুধাবন করি, অধ্যাপক জাফর ইকবালের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি ঘোষিত হত্যা তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের একজন। তাঁর নিরাপত্তায় সরকারের এ আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

তিন.

উপাচার্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মৌলিকত্বের প্রতি আলোকপাত করে অধ্যাপক জাফর ইকবাল বলেছেন, স্থানীয় দলীয় নেতাকর্মীদের প্রভাব এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয় চালিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করছেন। তাঁর হাতে বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপদ নয়। তাঁর বক্তব্য ও অভিমত সরকারের নীতি ও কৌশলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এখানে উপাচার্য অনেকটাই নিমিত্ত মাত্র। উপাচার্য ওই সব দলীয় ব্যক্তির উপযোগী। তাঁদের সমর্থনেই তিনি টিকে আছেন—এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য, তিনি যদি অধ্যাপক জাফর ইকবালের মতো শিক্ষকদের গ্রহণযোগ্য হতেন বা তাঁদের মতো হতেন, তাহলে ওই সব দলীয় ব্যক্তির উপযোগী বা গ্রহণযোগ্য হতেন না। আর এ কারণে টিকে থাকতে পারতেন না। এমন ধারণা কেবল উপাচার্যের নয়, সরকারেরও।

চার.

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ যেসব পদে বা দায়িত্বে নিয়োগ বা মনোনয়নে সরকারের এখতিয়ার রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে কোনো বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি নেই। ফলে এসব নিয়োগ ও মনোনয়নে যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্য নিশ্চিত হওয়া কঠিন। ১৪ অক্টোবরের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে, সরকারের নীতি ও কৌশলের কারণে দেশের স্কুল ও কলেজগুলো মান ও মাপহীন দলীয় ব্যক্তিদের হাতে চলে গেছে এবং শিক্ষাদান এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এখন উপলক্ষ; লক্ষ্য অসাধু ব্যবসা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন এমন পরিস্থিতির বাইরে, তা বলা যায় না। একজন উপাচার্যের প্রতিদিনের কার্যক্রম থেকে তুলে আনা এক দিনের কার্যক্রম নিয়ে লেখা অধ্যাপক জাফর ইকবালের 'মহব্বত আলীর একদিন' উপন্যাসটি আমাদের আলোচনায় এসেছিল। মহব্বত আলী বিগত বিএনপি সরকারের আমলে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন উপাচার্যের ছদ্মনাম। মহব্বত আলীকে ঘিরে উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলিতে বাড়তি কোনো কল্পকাহিনী নেই। এ উপন্যাসকে ওই উপাচার্যের রোজনামচা বলা যায়। জাফর ইকবালের কথায় বোঝা যায়, মহব্বত আলীর আমলে শিক্ষার্থীদের উপাচার্যবিরোধী কোনো আন্দোলন মোকাবিলায় সরকারদলীয় ছাত্ররা গাড়ি ভরে বহিরাগত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাসে আনে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের হামলার শিকার হয়। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদার নিয়োগে মহব্বত আলীর দুর্নীতি ছিল। আন্দোলন ও অসন্তোষ মোকাবিলায় বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা মূলত ছিল গৌণ; দলীয় শিক্ষক ও সরকারদলীয় ছাত্রনেতাদের প্রভাব ও ভূমিকাই ছিল মুখ্য। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বাইরের সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের ভূমিকা মুখ্য ছিল না। এখন মুখ্য। এ ভূমিকাকে অধ্যাপক জাফর ইকবাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপর্যয় হিসেবে দেখেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবশ্যক হিসেবে দেখে। তাই উপাচার্যবিরোধী এ আন্দোলনকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারবিরোধী আন্দোলন হিসেবে দেখেছে। ফলে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সংকট সমাধান অন্যমুখী এবং ভিন্ন পথে।

পাঁচ.

'গাঙী বিত্তান্ত' উপন্যাসে আহমদ ছফা এরশাদ সরকারের আমলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্যকে আবু জুনায়েদ ছদ্মনামে উপস্থাপন করেছেন। দলীয় পরিচয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে কোনো শিক্ষকের উপাচার্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আবু জুনায়েদের সে সম্ভাবনা ছিল না। আকর্ষণীয় ও প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ শিক্ষকরা নানা কোন্দল ও মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার পরিণতিতে আবু জুনায়েদের মতো শিক্ষকরাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। অতি মধ্যবিত্ত চিন্তা ও মানসিকতার মানুষ আবু জুনায়েদ। শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনে তিনি মনোযোগী ছিলেন। জ্ঞানের মতো সম্পদ অর্জন অপেক্ষা বস্তুভিত্তিক সম্পদ অর্জনে বেশি আগ্রহী হলেও সেই সম্পদ অর্জনে তিনি ছলচাতুরী, অস্বচ্ছতা, অসাধুতার আশ্রয় নিতে দ্বিধাহীন হতে পারেননি। এখনকার উপাচার্যরা পারেন।

ছয়.

সংবাদপত্রে সাম্প্রতি প্রকাশিত খবরে জানা যায়, দলীয় পরিচয়ে অতি পরিচিত হওয়ার পরও স্থানীয় সাবেক মেয়রের তালিকা ধরে লোকবল নিয়োগ দেবেন—এমন শর্তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ লাভ করেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই নেতার তালিকা ধরে লোক নিয়োগ দেননি তা নয়, দিয়েছেন। তবে যত চেয়েছেন; তত দেননি। অনুরূপ তালিকা ধরে বিএনপির আমলে ৫৪৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হলেও এখনকার তালিকায় আছে মাত্র ১৪৪ জন। এঁরা সবাই কেন নিয়োগ পাবেন না—এমন প্রশ্নে উপাচার্যকে দোষারোপ করা হয়েছে। অতীতে পর পর দুজন অধ্যাপক এভাবেই রুয়েটের উপাচার্যের দায়িত্বে আসেন এবং এমন তালিকা ধরে নিয়োগও দেন। তার পরও চাহিদা পূরণে সক্ষম না হওয়ায় তাঁরা এই পদে টিকে থাকতে পারেননি। তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ২৩ জুলাই সরকারদলীয় ছাত্রদের সন্ত্রাসের মুখে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদত্যাগ করেন। পরে তিনি সরকারকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, যদিও তিনি সন্ত্রাসের মুখে পদত্যাগ করেছেন, তবু এই পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারযোগ্য নয় এবং কোনো মহল থেকে তাঁকে যেন এ ব্যাপারে অনুরোধ করা না হয়। তাঁকে ফিরিয়ে আনা যায়নি। তিনি টিকে থাকতে চাননি। প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে সরে গেছেন, সরাতে হয়নি। এমন মানুষকে আর উপাচার্যের মতো পদে আনা হবে না। তাঁরাও আর এ পদে আসবেন না।

সাত.

ওই সন্ত্রাসী ঘটনা তদন্ত করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, নেপথ্যে শিক্ষকদের হাত না থাকলে এ ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে দুজন শিক্ষক বিশেষভাবে অভিযুক্ত হন। অভিযুক্ত বিচারাধীন ওই শিক্ষকদের একজনকে সরকার এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্বে আনে এবং নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তাঁকে সরিয়েও দেয়। পরে অন্যজনকেও এই পদে আনা হয়। তিনিও নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে সরে যেতে বাধ্য হন। ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থায় জনৈক সেনা কর্মকর্তাকে বিভ্রান্ত করে তাঁর মাধ্যমে চুয়েট উপাচার্যের কাছ থেকে সহকারী অধ্যাপক পদের পাঁচটি নিয়োগপত্র জোরপূর্বক আদায় করা হয়। বিষয়টি সরকারকে অবহিত করে উপাচার্য গোপনে পদত্যাগ করেন। এ ঘটনার নেপথ্যে যিনি সহযোগিতায় ছিলেন, তাঁকে উপাচার্যের দায়িত্বে এনে পুরো বিষয়টির কথিত বৈধতা দেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, ইউজিসি এ প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা দেয়।

আট.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমল থেকে আজকের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আমলে এসে পৌঁছতে অনেক পথ ও সময় পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এ সময় আমরা উপাচার্য হিসেবে পেয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফজলুল হালিম চৌধুরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে খান সারওয়ার মুরশিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবুল ফজল এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ রশীদ—এমন সব জ্ঞানী ও গুণী মানুষকে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা এমন সব মানুষকে আমাদের উপাচার্য হিসেবে উপহার দিয়েছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা তা দিতে পারেনি। তাহলে এত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় কেন! প্রবীণ শিক্ষাবিদরা এখন বলছেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত মানুষের বস্তি হচ্ছে। সেখানে বস্তির সংস্কৃতি চর্চা হয়। পাকিস্তান আমলে বুদ্ধিজীবীরা নানা বিষয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এখন তাঁদের বড় অংশ সন্তুষ্ট। অবশ্য নতুন পে স্কেলে যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে, তাতে তাঁদের মানহানি হওয়ায় তাঁরা অসন্তুষ্ট। কিন্তু শিক্ষার মানহানিতে তাঁদের অসন্তুষ্ট হতে দেখা যায়নি। শিক্ষার মানহানি হলে শিক্ষকের মান থাকে না। একজন শিক্ষক হিসেবে আমি অনুভব করি, শিক্ষকদের মান-সম্মান আর অবশিষ্ট নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যেখানে শিক্ষক বিদ্যাচর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেখানেই শিক্ষার্থী বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের শিক্ষকদের বড় অংশ এখন আর বিদ্যাচর্চায় নেই, আমাদের শিক্ষার্থীদেরও বড় অংশ তাই আর বিদ্যাকে দেখতে পায় না।

নয়.

স্বাধীনতার পরপরই যাঁরা উপাচার্যের দায়িত্বে এসেছিলেন, তাঁরা এই পদে আসার জন্য তদবির করেননি। তাঁরা মনে করতেন, আচার্য (রাষ্ট্রপতি) ও উপাচার্য—এ দুই সত্তার মধ্যে আর কোনো পদ ও পদবির অস্তিত্ব নেই। তাঁরা তাঁদের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে এতটাই সচেতন ছিলেন। সেখান থেকে উপাচার্যরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পর্যায়ে নেমে এলেন কিভাবে, সেটাই ভাবনার বিষয়। ২০০১-০৬ আমলে শিক্ষামন্ত্রীকে কিছু উপাচার্য বলেছিলেন, সংসদ সদস্যদের চাপে থাকায় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে পারছেন না। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, 'তাঁদের তদবিরে আপনারা উপাচার্য হয়েছেন, তাঁদের কথায় না চললে চলবেন কিভাবে। এখন কি তাঁরা সংসদ সদস্যদের কথায় চলেন না; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বা রুয়েটের উপাচার্যরা কি চলেননি? সরকারদলীয় নেতা-নেত্রী বা সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। পরিচালনা কমিটির ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সরকারি সিদ্ধান্তে সংসদ সদস্যরা ক্ষুব্ধ। গত ১২ নভেম্বর সংসদে বেশ কয়েকজন সদস্য ওই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানান। নিজের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী লোক নিয়োগ না হওয়ায় রাজশাহীর সাবেক মেয়র যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তাতে মনে হয়, সংসদ সদস্য তথা দলীয় নেতাকর্মীদের হাত থেকে শুধু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও মুক্ত করা দরকার।

দশ.

দেশের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তৈরির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে এবং প্রতিভাবানদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে তারা দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হয়ে দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হয়। তাতে সমাজে জ্ঞানের চাহিদা বাড়ে। সেই চাহিদা জাতিকে উন্নয়ন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সেই গুরুত্বের জায়গায় নেই। অদক্ষ প্রবাসী শ্রমিকের আয়, পোশাক রপ্তানি আয় এবং কৃষকের উৎপাদনে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় আজকের প্রবৃদ্ধি। দেশের প্রতিভাবানরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেয়ে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হয়ে এই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সম্পৃক্ত হলে উন্নয়ন বাধাহীন ও বেগবান হতো। তাতে বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বজনীন জ্ঞান সৃষ্টি ও চর্চার ক্ষেত্র হতো। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়কে রাষ্ট্রের মধ্যে মুক্তাঞ্চল হতে হবে এবং সে অঞ্চলের শাসনভার জ্ঞানী ও গুণীদের হাতে থাকতে হবে।

লেখক : জ্বালানি বিশেষজ্ঞ